অন্যান্য প্রামাণ্য দলীল

প্যালেস্টাইনের আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রহঃ)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ জাওয়াহিরুল বিহার ৩য় খন্ড হতে মিলাদুন্নবী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে মূল আরবী এবারত ও অর্থসহ বিজ্ঞ পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আমাদের বাংলা ও ভারতে কিছু পথভ্রষ্ট লোক মিলাদুন্নবী বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখা পড়া না করেই মিলাদ ও কেয়াম সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। পূর্ববর্তীগণের কিতাব না দেখেই তাঁরা এ পথ অবলম্বন করছেন বলে মনে হয়। বিজ্ঞ পাঠকগণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে সামনের দলীলসমূহ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই আশা করি দ্বিধা দূর হয়ে যাবে। আর যারা বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করছেন- তাদের হেদায়াতের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া হলো। সত্য পথ অনুসন্ধান করাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত— লেখক।

মিলাদ ও কিয়াম ফেরেস্তাগণের সুন্নাত ঃ (গুরুত্বপূর্ণ দলীল)

আমরা নবীজীর উম্মত। তাঁকে সম্মান করা ওয়াজিব। তিনি হায়াতুন্নবী। রওযা মোবারকে অক্ষত দেহ মোবারক নিয়েই তিনি শায়িত। হযরত আবু দারদা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ (طَبْرَانِى)

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মোবারককে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন"। অর্থাৎ মাটি তাঁদের দেহ মোবারক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট করতে পারবে না। সুতরাং রওযা মোবারকে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) দুনিয়ার দেহ মোবারক নিয়েই অক্ষত অবস্থায় জীবিত আছেন। বোখারী শরীফের শরাহ ফয়জুল বারীতে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى حَيَاةِ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ "সমস্ত উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম নিজ নিজ রওযা মোবারকে স্বশরীরে জীবিত আছেন"। তাই নবীগণের হায়াত মউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং সর্বদা তাঁদের তাজীম করা ওয়াজিব।

ফেরেস্তাগণের কিয়াম ঃ দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা

আল্লাহর ৭০ হাজার ফেরেস্তা সর্বদা হুজুরের রওযা মোবারকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নূরের পাখা রওযা মোবারকে সামিয়ানার মত বিস্তার করে দুরূদ ও সালাম পেশ করে থাকেন। অথচ আমরা ফেরেস্তাদের অনুকরণে ৫/১০ মিনিট দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করলে বেদআত হয়ে যায়- বলে এক শ্রেণীর আলেম নামধারীরা ফতোয়া দিয়ে বসে। ফেরেস্তারাও কি তাহলে বেদআতে লিপ্ত? হাদীস খানা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ نُبَيْهَةَ بْنِ وَهَبٍ اَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبٌ مَا مِنْ يَوْمٍ يَطْلَعُ اِلَّا نَزَلَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ حَتّٰى يَحُفُّوْا بِقَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُوْنَ بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا اَمْسَوْا عَرَجُوْا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْاَرْضُ خَرَجَ فِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُفُّوْنَهٗ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَمِشْكٰوةُ بَابُ الْكَرَامَاتِ.)

অর্থাৎ "হযরত নোবাইহাতা ইবনে ওহাব (রহঃ) তাবেয়ী হতে বর্ণিত ঃ একদিন হযরত কা'ব আহবার (তাবেয়ী) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন।

www.sunnibarta.com

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম তথায় নবী করিম (দঃ)-এর শান-মানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। হযরত কা'ব বললেন ঃ "এমন কোন দিন উদয় হয়না- যে দিন ৭০ হাজার ফেরেস্তা নাজিল হয়ে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওযা মোবারক বেষ্টন করে তাঁদের নূরের পাখা বিস্তার করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নবী করিম (দঃ)-এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ না করেন। অতঃপর যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, তখন তাঁরা আকাশে আরোহণ করেন এবং তাঁদের অনুরূপ সংখ্যার (৭০ হাজার) ফেরেস্তা অবতরণ করে তাঁদের মতই দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন। আবার কেয়ামতের দিন যখন জমিন (রওযা মোবারক) বিদীর্ণ হয়ে যাবে, তখন তিনি ৭০ হাজার ফেরেস্তা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে প্রেমাষ্পদের রূপ ধারন করে আসল প্রেমিকের সাথে শীঘ্র মিলিত হবেন"— (দারমী ও মিশকাত- বাবুল কারামত হাশিয়াসহ)।

উল্লেখিত হাদীসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য ঃ

১। কা'ব আহবার (রহঃ) নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে ৭০ হাজার ফেরেস্তা নাজিল হতে নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। এটি তাঁর কারামতের প্রমাণ (লোমআত)।

২। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) উপস্থিতিতে কা'ব এ সাক্ষ্য দিয়েছেন।

৩। রওযা মোবারকে দিনে ৭০ হাজার এবং রাত্রে ৭০ হাজার ফেরেস্তা নাজিল হয় এবং তাদের ডিউটি হলো ঃ রওযা মোবারক বেষ্টন করে নূরের পাখা রওযা মোবারকে সামিয়ানা স্বরূপ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করা। ইহাই মিলাদ ও কিয়ামের সারাংশ। মুসলমানগণ ফেরেস্তাদেরই অনুকরণে কেয়াম সহকারে দরূদ ও সালাম পড়ে থাকেন। (আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত)

৪। হাদীসে উল্লেখিত مِثْلُهُمْ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সবসময় নিত্য নতুন অন্য একদল ফেরেস্তা আসেন। জীবনে একবারই তাঁরা এ সুযোগ পেয়ে থাকেন।

৫। উক্ত ফেরেস্তারা অন্য কোন আমল না করে কেয়াম অবস্থায় শুধু দরূদ পড়েন।

৬। রওযা মোবারকে পালাক্রমে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মিলাদ ও কেয়াম হয়।

৭। মিলাদ মাহফিল উত্তমভাবে আলোক সজ্জিত করা ও সামিয়ানা টাঙ্গানো বৈধ।

৮। নবী করিম (দঃ) কে সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানোর জন্যে চোখের সামনে উপস্থিত থাকা শর্ত নহে। কেননা, ফেরেস্তাদের চোখের সামনে শুধু রওযা মোবারক পরিদৃষ্ট ছিল।

৯। কেয়ামত দিবস পর্যন্ত কেয়াম সহ দরূদ ও সালামের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। দুশমনেরা তা বন্ধ করতে পারবেনা। ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান (রহঃ) লিখেছেন ঃ

www.sunnibarta.com

ذِکرِ مِیلادُ النَّبِی کَرْتَا رَھُوْنگَا عُمْرِبَھَرْ۔ جَلْتِے رَھُو نَجْدِیُو جَلْنَا تُمْھَارَا کَامْ ھَےْ

অর্থ ঃ "আমরা মিলাদুন্নবীর মাহফিল জীবন ভর করে যাবো। হে নজদীগণ! তোমরা জ্বলতে থাক। জ্বলে মরাই তোমাদের কাজ"। (আ'লা হযরত)

১০। কেয়ামত দিবসে রওযা মোবারক অক্ষত থাকবে- ধ্বংস হবে না।

১১। রোজ হাশরে ৭০ হাজার ফেরেস্তা হুজুর (দঃ) কে পরিবেষ্টন করে ও জুলুছ করে খোদার দরবারে নিয়ে যাবে। নবীজীর জুলুছ করা ফেরেস্তাগণেরই সুন্নাত।

১২। সেদিন খোদা হবেন হাবীব এবং নবী করিম (দঃ) হবেন মাহবুব। হাদীসে উল্লেখিত يُزَفُّوْنَ শব্দটি বাবে নাছারা হতে উৎপন্ন ক্রিয়া পদ। মূল ধাতু زِفَافٌ অর্থ মিলন। খোদার সাথে সেদিন প্রিয় মাহবুবের মিলন হবে— লোমআত।